বর্ষ-০৫ , মার্চ সংখ্যা ২০১৮

স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষের অধিকার
দূষণমুক্ত বাতাস
বিশুদ্ধ পানি এবং নিরাপদ খাদ্য।
আমরা বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের
নিরাপদ খাদ্যের জন্য কাজ করি।

আমাদের সেবাসমূহঃ

- প্রকল্প পরিকল্পনা
- প্রকল্প তৈরী
- প্রকল্প বাস্তবায়ন
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
- বাজার গবেষণা

আমাদের প্রকল্পসমূহঃ

- ফিডমিল
- সাইলো
- পোল্ট্রি হাউজ ও ইকুইপমেন্ট
- পোল্ট্রি প্রসেসিং
- মিট প্রসেসিং
- ও অন্যান্য কৃষি প্রকল্প

বাংলাদেশে কৃষিখাতের উন্নয়নে যাঁরা নিরলস কাজ করে চলেছেন, আমরা সর্বদাই তাঁদের পাশে আছি। আমরা নিউজ লেটারের মাধ্যমে আমাদের কর্মকান্ড তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং বিশ্বাস করি আমাদের এই প্রকাশনা আপনাদের কৃষি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

এই সংখ্যায় থাকছে পিলেটেড ফিড বনাম এক্সট্রুডেড ফিড, নাহারের এ্যাকুয়া ফিড প্লান্ট, RRP এর দুটি নতুন ফিডমিল এবং ইয়ন গ্রুপের দ্বিতীয় পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম সংক্রান্ত ও অন্যান্য সংবাদ।

শুধুমাত্র যন্ত্রপাতী সরবরাহই নয়, আপনার সাহসী যাত্রার স্বার্থক বাস্তবায়ন করাই আমাদের লক্ষ। আমাদের কাস্টমার কেয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টিম সার্বক্ষণিক আপনাকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত।

ধন্যবাদসহ
নিউজ লেটার টিম

কাস্টমার কেয়ার :
017 CKNFEEDS
25633337

E-mail: info@cknfeeds.com
অফিসঃ হোল্ডিং নং-০৮, সড়ক-১৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
Website: www.cknfeeds.com
Phone: +880 2 9121205-06; 9121456

পিলেটেড ফিড বনাম এক্সট্রুডেড ফিড

আমাদের দেশে ভাসমান ফিস ফিডের প্রচলন গত কয়েক বছরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রচলিত ডুবন্ত ফিডের চাহিদার পাশাপাশি ভাসমান ফিডের চাহিদা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। শুরুর দিকে খামারীদের মধ্যে ভাসমান ফিডের প্রভাব তেমন পড়েনি। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ফিডমিল কোম্পানিই ডুবন্ত ফিডের পাশাপাশি ভাসমান ফিড তৈরী করছেন বা করার কথা ভাবছেন। ভাসমান ফিড তৈরীর ক্ষেত্রে অনেকের অভিজ্ঞতা ভালো আবার সঠিক মেশিনপত্র নির্বাচন করতে না পারায় অনেকের তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে। আর তাই নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ভাসমান ফিস ফিড উৎপাদনের আগে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা ভালোভাবে জানা উচিৎ।

ফিস ফিড দু'রকমের হয়ে থাকে। প্রথমত পিলেটেড ফিড এবং দ্বিতীয়ত এক্সট্রুডেড ফিড, যা আমাদের দেশে ফ্লোটিং ফিড বা ভাসমান ফিড নামে অধিক পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এক্সট্রুডেড ফিড ভাসমান, ডুবন্ত এবং ধীরে ডোবা সবই হতে পারে। তাই এক্সট্রুডার শুধু ভাসমান ফিডের জন্য নয় বরং ডুবন্ত,ধীরে ডোবা ফিডের জন্যেও হতে পারে।

প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করে থাকে। সাধারনত মাছ পানির যে স্তরে বিচরণ করে সে স্তরেই তাদের খাবার প্রয়োজন । পূর্বে প্রাকৃতিক নিয়মে মাছের প্রজনন এবং বৃদ্ধির জন্যে প্রাকৃতিক খাবার পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে চাষের পুকুরে মাছের ঘনত্ব বেশি থাকায় মাছের প্রজনন ও দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বাইরে থেকে বাড়তি খাবার সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়। মাছ খাবারের জন্য পুকুরের বিভিন্ন স্তরে বিচরণ করে। সেক্ষেত্রে ডুবন্ত ও ভাসমান উভয় প্রকার খাবারই পুকুরে প্রয়োগ করা যায়। তবে ভাসমান খাবারের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট থাকায় ডুবন্ত খাবারের থেকে ভিন্নতর, যেমন

১। মাছের পরিপাকতন্ত্র ক্ষুদ্র ও পরিপাক প্রক্রিয়া স্বল্প হওয়ায় হালকা খাবার অধিক উপযোগী।

২। হালকা খাবার দ্রুত পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাছের ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

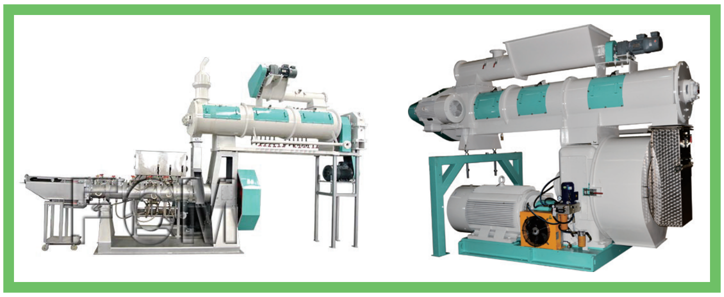

মূলত এই ধারনা থেকেই শুরু হয় এক্সট্রুডেড ফিড টেকনোলজির বিকাশ। সাধারনত ডুবন্ত ফিডে স্টার্চের পমিান থাকে শতকরা ১০ ভাগ, অন্যদিকে এক্সট্রুডেড ফিডে কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ হয়ে থাকে যা তুলনামূলকভাবে বেশি সহায়ক।

চিংড়ি খাদ্য বিষয়ে বলা যায়, ভাসমান খাদ্য চিংড়ির জন্য নয়, কারণ চিংড়ি পানির সর্বনিম্ন স্তরের বিচরণ করে। চিংড়ি খাদ্য সবসময়ই ডুবন্ত জাতের হওয়া বাঞ্ছনিয়। আমাদের দেশে চিংড়ি খাদ্য পিলেট মেশিনে তৈরী হয়। বেশির ভাগ মানুষেরই জানা নেই যে, চিংড়ির ডুবন্ত খাবার এক্সট্রুডার থেকেও তৈরী করা যায়। এক্সট্রুডার থেকে চিংড়ির ডুবন্ত খাদ্য তৈরী করা হলে অধিক স্টার্চের পরিমান ও পানিতে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ীত্বের কারণে চিংড়ি একদিকে যেমন পরিপূর্ণভাবে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে, অন্যদিকে খাদ্য গুণ এবং খাদ্য রূপান্তরের হার বেশি হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। তবে এটা বলাই বাহুল্য যে,এক্সট্রুডার থেকে তৈরী চিংড়ি খাদ্য সাধারন পিলেটেড ফিডের তুলনায় ব্যয়বহুল। তবুও আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এক্ষেত্রেও এক্সট্রুডেড ফিডের ব্যবহার খামারীদের জন্য লাভজনক।

পিলেটেড এবং এক্সট্রুডেড ফিডের বিশেষ পার্থক্য হলো, পিলেটেড খাদ্য পানিতে খুব বেশি স্থায়ী হয়না বলে খাদ্যের অপচয় হয় বেশি, অপরদিকে পানিতে এক্সট্রুডেড ফিডের স্থায়ীত্ব বেশি হওয়ায় এর কোন অপচয় হয় না।

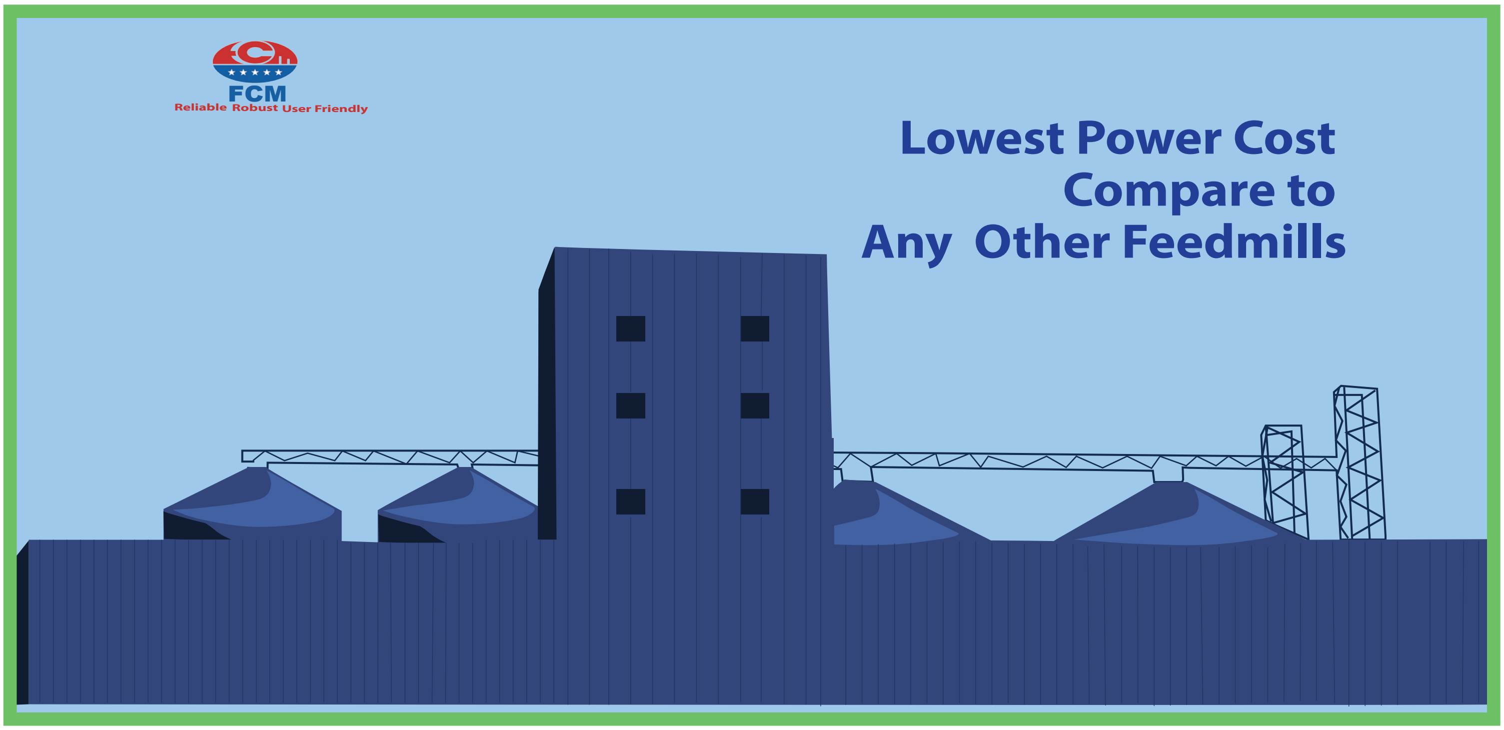

নাহার এগ্রোর নতুন এ্যাকুয়া ফিড প্লান্ট
মাছের ভাসমান ও ডুবন্ত খাদ্য এবং চিংড়ি খাদ্য

নাহার এগ্রো গ্রুপ বাংলাদেশের পোল্ট্রি শিল্পে একটি সাফল্যের নাম। জনাব রাকিবুর রহমান টুটুল সাহেবের নেতৃত্বে এই গ্রুপটি বাণিজ্যিক ব্রয়লার ও লেয়ার খামার থেকে শুরু করে আজ দেশের অন্যতম বৃহৎ ব্রিডার ফার্ম, ডেইরী ফার্ম এবং ফিডমিল কোম্পানিতে পরিনত হয়েছে। শুধু আয়তনে বড় হওয়াই বড় কথা নয় বরং সঠিক মান রক্ষা করে ভালো মানের বাচ্চা উৎপাদন এবং খাদ্য উৎপাদন করাই তাদের মূল লক্ষ। তাই নাহার এগ্রো গ্রুপ বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক লেয়ার বাচ্চা উৎপাদন করে দেশের প্রোটিন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। নাহার ডেইরী এবং ব্রিডিং দেশের খামারীদের ভালো মানের গরুর বাচ্চা সরবরাহের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নাহার ফিডমিল এ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত খাদ্য তৈরি করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করছে।

চিকস্ এন্ড ফিডস্ ঘন্টায় ৩০ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ব্রয়লার ফিডমিল এবং ১০ টণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি লেয়ার ফিডমিল ইতোমধ্যে হস্তান্তর করেছে যা উৎপাদনে রয়েছে। বর্তমানে দুইটি এক্সট্রুডার লাইন এবং একটি পিলেট লাইন সম্বলিত মাছের ভাসমান ও ডুবন্ত খাদ্য এবং উচ্চমান সম্পন্ন চিংড়ির খাদ্য উৎপাদনের অত্যাধুনিক ফিডমিল হস্তান্তর শেষ পর্যায়ে।

জনাব রাকিবুর রহমান টুটুল বলেন, সুস্থ্য প্রজন্মের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা। নিরাপদ খাদ্যই দিতে পারে সুস্থ্য স্ববল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। নাহার এগ্রো গ্রুপ বাংলাদেশের মানুষের নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নাহার এগ্রো গ্রুপ বর্তমানে তাদের সমস্ত কর্মকান্ড চট্টগ্রাম থেকে পরিচালনা করছে। দেশের খামারীদের কাছে তাদের পন্য সহজলভ্য করার জন্য অচীরেই সিরাজগঞ্জ এবং নরসিংদি জেলায় ফিড মিল স্থাপনের কাজ শুরু হবে। নাহার এগ্রো গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রাকিবুর রহমান টুটুল বলেন খামারীদের প্রতি আরো যত্নবান হওয়া আমাদের সবারই দায়িত্ব। খামারী বাঁচলে আমরা বাঁচব আর আমরা বাঁচলেই এই শিল্প বাঁচবে এবং দেশের উন্নয়ন হবে। তাই পোল্ট্রি শিল্পকে শক্তিশালী করে দেশ গড়ার লক্ষে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

RRP -এর নতুন দুটি ফিডমিল

RRP দেশের কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটি সুপরিচিত নাম। যার যাত্রা শুরু হয় ২০১৩ সালে। বর্তমানে তাদের ফিডমিল, লেয়ার ফার্ম, ব্রিডার ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম সবই আছে। এছাড়াও তারা পোল্ট্রি মেডিসিন, পোল্ট্রি ভ্যাকসিন ইত্যাদিও আমদানী করে এবং রিপ্যাকিং ছাড়াই বাজারে সরবরাহ করে থাকে।

RRP -এর তিনটি ফিড মিল বর্তমানে উৎপাদনে আছে এবং অল্প দিনের মধ্যে আরো একটি পোল্ট্রি ফিডমিল ও একটি ফিশ ফিডমিল উৎপাদন শুরু করতে যাচ্ছে। চলমান তিনটি ফিডমিল থেকে বর্তমানে প্রতি মাসে ১৮০০০ থেকে ২০০০০ টণ ফিড বাজারে সরবরাহ করে চলেছে এই ফিডমিল প্রতিষ্ঠানটি। প্রতি ঘন্টায় ৫ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন Unit-৩, RRP-এর একমাত্র ফিশ ফিডমিল এবং উল্লেখ্য যে এক্সট্রুশন টেকনোলজিতে তৈরী এটি একটি ফ্লোটিং ফিশ ফিড প্ল্যান্ট ।

কেনো করছেন ফ্লোটিং ফিড মিল এই প্রশ্নের জবাবে RRP-এর পরিচালক জনাব মোঃ আজমল হোসেন বলেন, কিছুদিন আগেও ডিলাররা সিংকিং ফিড এর পাশাপাশি ফ্লোটিং ফিড রাখতেন কিন্তু বর্তমানে তা উল্টো, ফ্লোটিং এর পাশাপাশি সিংকিং ফিড রাখছেন। ফ্লোটিং ফিড ব্যবহারের ফলে পুকুরের মাটি, পানি তথা পুরো পরিবেশ স্বাভাবিক ও মাছের স্বাভাবিক চলফেরা, প্রজনন এবং বৃদ্ধির জন্য অধিক সহায়ক থাকে। খাবার অপচয় হয় না এবং RRP'র ফিডের FCR(Feed Conjunction Ratio) সর্বোচ্চ ১.৪ ফলে খামারীর জন্য বেশি লাভজনক। আর তাই বর্তমানে বাজারে ফ্লোটিং ফিডের চাহিদা মেটাতেই RRP'র ফ্লোটিং ফিডমিল স্থাপন করা। তাছাড়া শুধু চাহিদা মেটানোই নয় RRP'র ফিড তথা সকল প্রোডাক্ট খামারীদের কাছে এবং ডিলারদের কাছে একটা বিশ্বস্ততার নাম, একটা আস্থার নাম। তাই খামারী এবং ডিলাররা সব প্রোডাক্টই RRP'র কাছ থেকে পেতে চান। আর তাই বিশ্বস্ততার দাবী পূরণ করাটাও তাদের একটা বড় উদ্দেশ্য। তাদের ফ্লোটিং ফিডের এই প্ল্যান্টটি উৎপাদনে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এখন তারা ০.৫মি.মি. আকারের ফ্লোটিং ফিড আমদানী করছে দেশের বাজার চাহিদা মেটাতে তবে এর পরিমানও খুব বেশি না বাৎষরিক ২০০ থেকে ৪০০ টণের মতো।

তিনি আরো জানান যে, RRP এগ্রো ফার্মের আরো একটি ইউনিট স্থাপিত হতে যাচ্ছে নরসিংদিতে। যেখানে ঘন্টায় ১২-১৪ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পোল্ট্রি ফিডমিল এবং ঘন্টায় ৫-৭ টণ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ফিশ ফিডমিল স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যে বিখ্যাত ফিডমিল উৎপাদন কোম্পানি FCM - এর সাথে এ বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। উল্লেখ্য যে RRP'র স্থাপিত সবগুলো ফিডমিলই FCM -এর ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করেই নির্মিত আর এসমস্ত ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করেছে চিকস্ এন্ড ফিডস্ লিমিটেড।

পরিশেষে তিনি বলেন, পোল্ট্রি শিল্পে প্রায় ১ লক্ষ্য কোটি টাকা বিনিয়োগ রয়েছে, অথচ সম্ভাবনময় এই শিল্প বাজার ব্যবস্থার খারাপ অবস্থার কারনে আজ অনেকটাই হুমকির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। তাই তিনি পোল্ট্রি বাজার ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতন হবার এবং সরকারের একান্ত সহযোগীতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

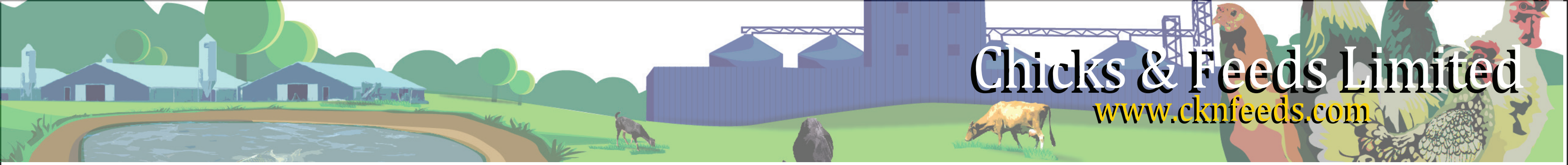

জাপানের Ishii Poultry -এর অত্যাধুনিক ইনকিউবেটর Pearl-22

Pearl-22 জাপানের ৯০% পোল্ট্রি ইনকিউবেটর সরবরাহকারী একটি ব্র্যান্ড। Ishii Poultry (IP) ১৯৭১ সাল থেকে Pearl-22 ব্র্যান্ডের বাণিজ্যিক পোল্ট্রি ইনকিউবেটর জাপানসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করে আসছে। জাপানের বাইরে চীন, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের অনেক পোল্ট্রি হ্যাচরীতে অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Ishii Poultry এর Pearl-22 ইনকিউবেটর এবং হ্যাচার বিশ্বের সবচাইতে এনার্জি স্বাশ্রয়ী ইনকিউবেটর। R- value এবং Delta-T হ্যাচারী ম্যানেজমেন্টে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। Ishii Poultry এর Pearl-22 ইনকিউবেটর এবং হ্যাচার মেশিনে এই দুটি বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা ভ্রুন থেকে বাচ্চা ফোটানোর সময় পর্যন্ত প্রতিটি মুহুর্তকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে। ফলে এই ইনকিউবেটর থেকে বেরিয়ে আসা বাচ্চা হয় সুষ্থ্য, সাবলীল।

Ishii Poultry এর Pearl-22 সিরিজে ছোট থেকে বড় মাপের ইনকিউবেটর এবং হ্যাচার মেশিন রয়েছে।

- Multi Stage Machine:- ৭৭৭৬০ ডিম, ৯০৭২০ ডিম
- Single Stage Machine:- ৪৫৩৬০ ডিম, ৬০৪৮০ ডিম, ৯০৭২০ ডিম, ১২০৯৬০ ডিম
- Hatchers:- ১৫১২০ ডিম, ৩০২৪০ ডিম

পোল্ট্রি হ্যাচারীতে ব্যবহৃত ইনকিউবেটর এবং হ্যাচার মেশিন ছাড়াও Ishii Poultry হ্যাচারী অটোমেশন ইকুইপমেন্ট পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সরবরাহকারী। যেমন- রোবটিক মেশিন, চিক কাউন্টার, ক্যা ন্ডেলিং এন্ড ট্রান্সফারিং মেশিন ইত্যাদি।

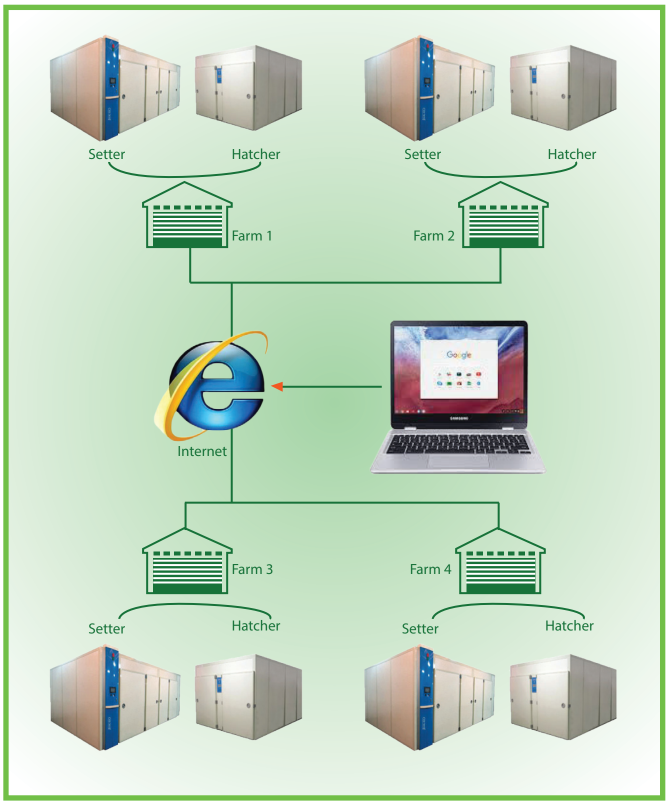

এগিয়ে চলেছে নারিশের নতুন ব্রিডার হাউজ সাগরদীঘি-৩ এর কাজ

দেশে বিদ্যমান পোল্ট্রি চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলা এবং দেশের পোল্ট্রি শিল্পে বিশেষ ভূমিকা রাখা একটি প্রতিষ্ঠান নারিশ পোল্ট্রি। গত অক্টোবর ২০১৭ তে তিনটি দ্বিতল ভবনে মোট ছয়টি শেডে স্থাপিত নারিশের পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম সাগরদীঘি-২ হস্তান্তর করেছে চিকস্ এ্যান্ড ফিডস্ লিমিটেড। ৭টি দ্বিতল ভবনে নির্মিত আরো একটি পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম সাগরদীঘি-৩ এর কাজ চলছে পুরোদমে। বর্তমানে এটির ইনস্টলেশন কাজ শেষ পর্যায়ে। আশা করা যায় এবছরের জুন মাস নাগাদ এই ফার্মের নির্মান কাজ শেষ করে নতুন প্যারেন্ট স্টক পালন করা হবে। উল্লেখ্য যে, নারিশের সাগরদীঘি-৩ ব্রিডার ফার্ম দেশের অন্যতম আধুনিক একটি ব্রিডার ফার্ম যা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং বায়ো সিকিউরিটি সম্পন্ন। এই ফার্মটিতেও ব্যবহার করা হচ্ছে ASTINO-এর উৎপাদিত যন্ত্রপাতি যা সরবরাহ করছে চিকস্ এ্যান্ড ফিডস্ লিমিটেড।

বগুড়ায় ইয়ন গ্রুপের দ্বিতীয় পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম

ইয়ন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোমিন উদ দৌলা সম্প্রতি উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় গ্রুপের ২য় পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম "এডভান্স পোল্ট্রি ব্রিডারস লিঃ" আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করে বলেন এই পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্মের কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে এদেশের পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি এদেশের জনসাধারণের আমিষের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে। সর্বোপরি দেশের প্রাণীজ খাত স্বয়ং-সম্পূর্ন হওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি হবে সমৃদ্ধ। তিনি সকলকে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

ইয়ন এডভান্স পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্মের ডিজিএম মোঃ বেলায়েত হোসেন জানান অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী Full Control শেডে পালনকৃত IR প্যারেন্টস এর উৎপাদিত সুস্থ্য সবল ১ দিন বয়সী বাচ্চা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক Growth নিশ্চিত করবে ইনশাল্লাহ। খামারীদের গুনগত মান সম্মৃত ১ দিন বয়সী ব্রয়লার বাচ্চার চাহিদা পূরনের লক্ষে ইয়ন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ তার Breeder Farm এর ২য় ইউনিট চালু করলো বগুড়াতে, এর ফলে দেশব্যাপী ইয়ন গ্রুপের ১ দিন বয়সী বাচ্চার যে বিপুল চাহিদা তা পূরণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, দেশের অন্যতম প্রধান এগ্রোবেইজড প্রতিষ্ঠান ইয়ন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ জামালপুর জেলায় প্রথম পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে। এরই ধারাবাহিকতায় বগুড়ায় ২য় পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ৩য় "পোল্ট্রি ব্রিডার ফার্ম" প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে বলে জেনারেল ম্যানেজার (ফিড, ফিস ও পোল্ট্রি ফার্ম) মোঃ হাসান মাহমুদ সবাইকে অবগত করেন।

তিনি আরো বলেন ২০১৬-২০১৭ সালে সারা দেশে উৎপাদিত ডিমের পরিমান প্রায় ১৫০০ কোটি, মাংসের পরিমান প্রায় ৭২ লক্ষ মেঃ টণ এবং দুধের উৎপাদন ৯৩ লক্ষ মেঃ টণ। জনগনের আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য উক্ত পন্য সমূহের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন প্রানীর চাহিদাকৃত গুনগত মান সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন ও খামারীদের কাছে সরবরাহ করার জন্য ইয়ন গ্রুপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বর্ষ-০৫ , মার্চ সংখ্যা ২০১৮

Our Global Partners:

FCM, China
Turn-key Feed Mill Project

AGI, Canada
Grain Handling and Storage Silo

ASTINO, Malaysia
Environment Controlled House & Equipment

SASSO, France
The World's Largest Choice of Coloured Breeders

Meyn, Netherland
Poultry Processing Solution

V-Cons Group, Belgium
Cattle & Sheep Slaughterlines and Cutting Plants

Ishii Poultry, Japan
Single-stage, Multi-stage Incubators & Hatchery Automation

Kishore, India
Complete & Comfortable Home for Chickens

Our valued Customers :

- Abir Poultry & Hatchery Ltd.
- Afil Agro Ltd.
- AG Agro Industries Ltd.
- Bangla Feed Mill Ltd.
- CSD, Bangladesh Army
- Dhaka Breeders & Hatcharies Ltd.
- EON Group
- Goalundo Hatcheries Ltd.
- Golden Poultry & Fish Feeds Ltd.
- Gram Bangla Poultry & Fish Feed Ltd.
- Index Agro Industries Ltd.
- Kazi Farms Group
- Kulsum Feed
- Nahar Agro Group
- National Group
- Nourish Poultry & Hatchery Ltd.
- Paragon Agro Ltd.
- Perfect Agro Complex Ltd.
- Prime Agro Industries Ltd.
- Provita Feed Ltd.
- RRP Feed Mill
- Satkhira Feed Industries Ltd.
- Shah Amla Feed Mill
- Sughandha Feedmill Ltd.,etc.

অফিসঃ বাসা-৮ , সড়ক-১৪ , ধানমন্ডি , ঢাকা-১২০৯
ফোনঃ + ৮৮০ ২ ৯১২ ১২০৫-০৬ , ৯১২ ১৪৫৬ , ০১৭১১ ২৬২৩৯৪
Customer Care: 017 CKNFEEDS 25633337